গাংনীতে ফুটপাত থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই ইজারাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

গাংনীতে ফুটপাত থেকে প্রতিদিন ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই ইজারাদার আব্দুস সামাদ ও মো. বাবুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

আজ বুধবার গাংনী আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়াত উল্লাহ এ আদেশ আদেশ দেন। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলে, বিজ্ঞ বিচারক প্রতিবেদনে তাদের চাঁদাবাজির সত্যতা পেয়ে এ আদেশ দেন।

আদালতের নির্দেশে ফুটপাতের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছে তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আ: রাজ্জাক। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ, গাংনী পৌরসভার মেয়র এবং গাংনী থানা পুলিশ গাংনী পৌরসভাধীন বিভিন্ন সড়কের ফুটপাতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদপূর্বক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছেন।

প্রতিবেদনে ইজারাদার মো: আ: সামাদ ও মো: বাবু এর বিরুদ্ধে ফুটপাতের দোকান থেকে চাঁদা আদায়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে বলেও উল্লেখ করা হয়। আদালত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দুই ইজারাদারের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অপরাধ আমলে নিয়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন।

উল্লেখ্য, এর আগে গাংনীর ফুটপাত হকারদের দখলে উল্লেখ করে স্থানীয় একটি পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ফুটপাতের হকারদের নিকট থেকে কতিপয় ব্যক্তি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চাঁদা হিসেবে আদায় করা হয় বলেও সংবাদে উল্লেখ করা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি গাংনী আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়াত উল্লার নজরে এলে তিনি স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ফুটপাত দখলমুক্ত করার আদেশ জারি করেন।

আদেশে গাংনী পৌরসভার মেয়রকে ফুটপাত দখলমুক্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। উচ্ছেদ কাজে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং থানার অফিসার ইনচার্জকে সহযোগিতার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। একই সাথে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে উচ্ছেদের পরে পুনরায় ফুটপাত দখলকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। আজ প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য দিন ধার্য ছিল।

তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক প্রতিবেদন দাখিল করেন। শুধু হাট বারের দুই দিন ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে টাকা তোলার অনুমোদন থাকলেও ইজারাদাররা প্রতিদিন ফুটপাতের এক একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৪০ থেকে ৫০ টাকা করে চাঁদা আদায় করতেন বলে উল্লেখ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে আজ দুইজন ইজারাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

গাংনীর কাজীপুরে জমি নিয়ে বিরোধ প্রতিপক্ষের হামলায় বাবা-ছেলে জখম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে শরিকানা জমি দখল নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বাবা ও তার ছেলে রক্তাক্ত জখম হয়েছেন। জখমকৃতরা হলেন-কাজীপুর গ্রামের হাজীপাড়ার মৃত হেকমত আলীর ছেলে আবুল কালাম (৫০) ও তার ছেলে সাগর আলী (১৭)।

তবে অন্যপক্ষের একই পাড়ার আব্দুল খালেক এর স্ত্রী আসমা খাতুন
(৪৫) আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে তার পরিবার। গতকাল মঙ্গলবার সকালে কাজীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

আহত আবুল কালাম জানায়, কাজীপুর গ্রামের আব্দুল খালেক শরিকানা সোয়া ১ শতক ও ক্রয়কৃত ২শতক জমি মিলে সোয়া ৩শতক জমিতে বসবাস করার জন্য ঘর নির্মাণ করছেন। শরিকদের কাছ থেকে একদাগে জমি বুঝে ও

ক্রয় করে ঘর নির্মাণ করে আসছিলেন খালেক । ইতোমধ্যে ওই দাগের আরো কয়েক শতক জমি অন্যের কাছে গোপনে বিক্রি করেন খালেক। বিক্রি করা জমি ক্রেতাকে বুঝে দেয়ার সময় খালেক এর ভাই আবুল কালাম তাতে বাঁধা দেয়। এসময় খালেক ও তার ছেলেসহ ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে কালাম ও তার ছেলে সাগরকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন। এসময় রক্তাক্ত বাবা- ছেলেকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

আহত আবুল কালাম আরও জানান,খালেক তার গুন্ডা দিয়ে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করেছিলেন। আমি ও আমার ছেলে কোন রকম প্রাণে বেঁচে গিয়েছি । এলাকার কিছু ক্যাডার দ্বারা খালেক জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা করছেন।

এদিকে, আহত আবুল কালাম মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে আব্দুল খালেক এর পরিবার জানায়,আমাদের শরিকানা জমি বিক্রি করেছি। যার বৈধ্যতা রয়েছে। এবং কালামের লোকজনই আমাদের উপর হামলা করেছে।

গাংনীর সাহারবাটিতে পুত্রের হামলায় পিতাসহ আহত-৩

মেহেরপুরের গাংনীর সাহাবাটি গ্রামে জমি ভাগাভাগি করে না দেয়ায় দুই পুত্রের হামলায় পিতা রেজাউল হক (৭০) তার ছেলে ইসরাফিল(৪৬) ও সামসুজ্জোহা (৪৪) আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার সকালে সাহারবাটি পোড়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃদ্ধ রেজাউল চিকিৎসা নিচ্ছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।

আহত বৃদ্ধ রেজাউল হক জানান, সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার একটি জমিতে

কাজ করছিলাম। এসময় আমার বড় ছেলে নজরুল মাঠে গিয়ে আমাকে জমি থেকে বের করে দেয় এবং ওই জমি আমাকে তার নামে লিখে দিতে বলে। আমি বাড়ি চলে এসে আমার অন্য ছেলেদের বিষয়টি বল্লে আমার অন্য দুই ছেলে ইসরাফিল ও সামসজ্জোহাকে জানায়।

তারা বিষয়টির প্রতিবাদ করলে বড় ছেলে শরিফুল ও ছোট ছেলে নজরুল আমাকে ও আমার দুই ছেলে ইসরাফিল ও সামসজ্জোহাকে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে মারতে থাকে। এতে আমি ও আমার দুই ছেলে মারাত্নক আহত হলে প্রতিবেশিরা ছুটে এসে আমাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। আমার দুই ছেলের পায়ে ও পেটের আঘাত মারাত্বক ও আশংকা জনক হওয়ায় তাদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

অন্যদিকে হামলাকারি নজরুল ও শরিফুলের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাদেও পাওয়া যায়নি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক জানান, পিতা পুত্রের মারামারির বিষয়টি শুনেছি।এবিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ অভিযৈাগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে মের্সাস আলেয়া স্টোরে ভোক্তা অধিদপ্তরের জরিমানা

মেহেরপুর কোর্ট রোড এলাকায় মের্সাস আলেয়া স্টোরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বুধবার সকালে মের্সাস আলেয়া স্টোরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ কোর্ট রোড এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে।

ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান সূত্রে

জানা যায়, বিভিন্ন দ্রব্য এক্সপায়ারি সহ অনুমোদনহীন স্যালাইন ও অতিরিক্ত দামে বিক্রয়ের অভিযোগে ভোক্তা অধিকার আইনের ৪৫ ও ৫১ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এসময় অভিযান পরিচালনায় সহোযোগিতা করে সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম ও র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্পের একটি দল।

পেঁয়াজ কেনাবেঁচা নিয়ে বিরোধ, আদালতে ধর্ষণ চেষ্টার মামলা

মুজিবনগর উপজেলার শিবপুরে গত ৪ মার্চ দুপুরের দিকে গ্রামের সাইফুল ইসলাম ওরফে কালুর সাথে তার এক ভাইয়ের শিবপুর টেংরামারী বাইপাস সড়কের পাশে কৃষি জমিতে পেঁয়াজ কেনা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটির সূত্র ধরে উভয়পক্ষের মধ্যেই এক ধরনের হাতাহাতি হয় উভয়পক্ষেই কম বেশি শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

কৃষি জমিতে সেই হাতাহাতি স্থানীয় ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে সাময়িক মীমাংসা হয়। মীমাংসা কারীদের মধ্যে ছিলেন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম। এবং উভয় পক্ষকে তিনি ডেকে বলেন যে, ছোটখাটো বিষয়ে থানায় অভিযোগে না করে স্থানীয় ভাবে মীমাংসা করলে ভালো হয় কিন্তু সন্ধ্যা না হতেই দুই পক্ষই থানার দ্বারস্থ হয় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ নিয়ে।

মুজিবনগর থানায় পরদিন উভয়পক্ষ অভিযোগ করেন একে অপরের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু ৭ মার্চ সাইফুল ইসলাম কালুর মা রুহুলা খাতুন (৪০) বাদী হয়ে মেহেরপুর আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণ চেষ্টার একটি মামলা দায়ের করেন। এবং এজাহারে থানার কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে মুজিবনগর থানা তাদের মামলা গ্রহণ না করে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

তবে এ বিষয়ে রুহুলা খাতুনের অভিযোগের পক্ষের সাক্ষীগনের কথার মধ্যেও গোঁজামিল পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বলেন, তাদের মাঠের হাতাহাতির বিষয়টি তিনি জানেন এবং আপোসের চেষ্টাও করেন কিন্তু ধর্ষণ চেষ্টা বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে করেন।

স্থানীয় অন্য আরেকজন অবসর প্রাপ্ত সেনা সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, এটি ব্যক্তিগত আক্রোশেরই প্রতিফলন।

ওয়ার্ড কৃষক লীগের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমরা সচরাচর রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত রুহুলা খাতুনের বাড়ির পাশের আলমগীরের চায়ের দোকানে আড্ডা দিই। কিন্তু এই ধরনের কোন ঘটনা আমরা শুনিনি ও জানিনা।

তবে অভিযুক্ত জিনারুল গাজী নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, ষড়যন্ত্র করে মামলা করা হয়েছে। তবে আদালত ও পিবিআই এর প্রতি আস্থা আছে আমার। তাই আমি বিশ্বাস করি নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হব।

বারাদিতে টিসিবির কার্ড জালিয়াত চক্রের হাতে!

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নে স্বল্পমূল্যের টিসিবির কার্ড জালিয়াত চক্রের হাতে। জেলা প্রশাসন থেকে ইউনিয়নে প্রথমে ১৩০০টি কার্ড বরাদ্দ দেওয়া হয়। করোনাকালীন সময়ে যারা প্রণোদনাভাতা পেয়েছিলেন সেই ১৩০০ জনকে টিসিবি কার্ড দেওয়া হয়। পরে নতুন করে আরো ২০৩টি কার্ডের বরাদ্দ দেওয়া হয়। ওই সময়ে নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আপিল উদ্দিন। তাঁর স্বাক্ষরে ওই কার্ডগুলো বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত সিলমোহর জাল করে প্রায় দ্বিগুণ কার্ড তৈরি করেছে একটি জালিয়াতি চক্র। কিছু কার্ডে কোনও সিল দেখা মেলেনি। যারা ওই কার্ডগুলো নিয়ে পন্য নিতে আসছেন তারা নিজেরাও কার্ডের মালিক নন।

গতকাল বিভিন্ন মাধ্যমে মেহেরপুর প্রতিদিনে খবর আসে বারাদি ইউনিয়নে টিসিবি পন্য দেওয়ার পর কার্ড নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এমন খবরের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে বারাদি ইউনিয়নে টিসিবি পন্য বিতরণ সরেজমিনে খোজ নেওয়া হয়। খোঁজ নিতে গিয়ে মেলে ভিন্ন অবস্থা। প্রায় শতাধিক নারী-পুরুষ কার্ড হাতে লাইনে দাড়িয়ে রয়েছেন পন্য নিতে। সকলের মুখে মুখে এক কথা কার্ডগুলো নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। চেয়ারম্যানের একজন প্রতিনিধি কার্ডগুলো নিয়ে নিচ্ছেন।

কথা হয় চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি রুহুল আমিনের সাথে। তিনি কার্ড নেওয়ার কথা স্বীকার করে কার্ড সংরক্ষন করা বক্সটি তুলে দেখিয়ে বলেন। এখানে যারা পন্য নিতে এসেছেন এদের মধ্যে অনেকে আমঝুপি, পিরোজপুর ইউনিয়ন ও চুয়াডাঙ্গার কুলপালা গ্রামের বাসিন্দাও এই ইউনিয়নের কার্ড নিয়ে পন্য নিতে এসেছেন। আবার অনেক কার্ডে কোন স্বাক্ষর নেই সিল কিছু নেই। ফলে নির্দিষ্ট পন্য শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মানুষের ভিড় কমছে না। এর আগে যারা পন্য দিতেন তারা এসব কার্ডেই পন্য দিয়েছেন। ফলে বিড়ম্বনা তৈরি হয়েছে।

বারাদি ইউনিয়নের টিসিবি ডিলার নাজবুল হোসেন বলেন, এই ইউনিয়নের পণ্য দিতে এসে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ এর থেকেও অনেক পরিমাণ মানুষ এসে পণ্য নিতে আসেন বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবকে জানালে তারা এবার কার্ডগুলো জমা নিচ্ছেন।

ইউনিয়নের শিমুল তলা গ্রামে ফজলুল হকের স্ত্রী সাহারবানুসহ তার দুই ছেলে আবুল কালাম ও জামাল হোসেনের ৩টি কার্ড নিয়ে এসেছিলেন টিসিবি পণ্য নিতে। সাহারবানু বলেন, প্রতিবার পন্য দেওয়ার পর কার্ড ফেরত দেয়। কিন্তু এবার চেয়ারম্যানের নাম করা ওরা কার্ডগুলো নিয়ে নিলো বললো কি ভুল হয়েছে পরে ঠিক করে দেবে।

কথা হয় পন্য নিতে আসা প্রায় জনা দশেক কার্ডধারী মানুষের সাথে। তারাও অভিন্ন অভিযোগ তোলেন। ইউনিয়নের ৮ নম্বর সদস্য জাকির হোসেন লিটন বলেন, ইউনিয়নের ১৩০০ কার্ড হওয়ার কথা কিন্তু নকল করে ২৬০০ কার্ড বানানো হয়েছে। যার ফলে দ্বিগুন লোক আসছে পণ্য নিতে। দেখা যাচ্ছে আসল কার্ডধারীরা পন্য না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। যে কারণে চেয়ারম্যান সাহেব কার্ডগুলো নিয়ে নিচ্ছেন। তবে তালিকা আছে কিনা চেয়ারম্যান বলতে পারবে।

বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম বলেন নবগঠিত ভাড়াটি ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন। ওই সময় শিবির কার্ড গুলো তৈরি করা হয়েছে। উনার স্বাক্ষর সিলমোহর যুক্ত সিল তৈরি করে হয়তো অনেক শিক্ষক এবং কম্পিউটার দোকানদাররা জাল কার্ড তৈরি করে দিয়েছেন। যার ফলে ১৩শ কার্ডের স্থলে আড়াইহাজারের অধিক কার্ড হয়েছে। ফলে এ নিয়ে প্রতিনিয়ত ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে গতবার টিসিবির কার্ড দেওয়ার সময়ও একই ধরনের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এ ধরনের ভোগান্তি এড়াতে ইউএনও স্যারের সাথে কথা বলেছি। উনি বলেছেন একটি উপায় বের করতে। তাই আমরা এবার কার্ডগুলো জমা নিচ্ছি এবং এই কার্ডগুলোর মধ্য থেকে সুষ্ঠুভাবে ১৩০০ কার্ড তৈরি করা হবে যাতে করে এই ভোগান্তি থেকে সাধারণ মানুষ রেহাই পায়। আপনারা সাংবাদিক হিসেবেও এ কাজে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন।

তিনি আরো বলেন শুধু বারাদি ইউনিয়নের নয় নয় পার্শ্ববর্তী পিরোজপুর ইউনিয়ন, আমঝুপি ইউনিয়ন এমনকি চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকেও নকল কার্ড তৈরি করে টিসিবির পণ্য নেওয়ার সুবিধা নিচ্ছেন কিছু দুষ্ট চক্র। ফলে জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার সঠিক মানুষগুলো টিসিবি পন্য থেকে সুবিধাবঞ্চিত হচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, রমযান উপলক্ষে টিসিবি কার্ডধারীরা এক কেজি ছোলা, এক কেজি চিনি, ২ কেজি ডাল এবং ২ লিটার সয়াবিন তেল নিতে পারছেন ৪৭০ টাকায়।

বামন্দীতে সুইট ফ্লাওয়ার মিলসের মালিকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের ময়দা ও সেমাই প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান মেসার্স সুইট ফ্লাওয়ার মিলসে্ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮শে মার্চ) বিকেলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে

পবিত্র রমজান মাসে বিভিন্ন জিনিসপত্রের বাজার মূল্য স্বাভাবিক রাখতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয় বামন্দী বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ। এসময় অভিযান পরিচালনায় সহোযোগিতা করে র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের একটি দল।

ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান সূত্রে জানা যায়, বামন্দী বাজারের হাজী মতিয়ার রহমান পরিচালিত মেসার্স সুইট ফ্লাওয়ার মিলসে্ আটা ও ময়দার প্যাকেটে মূল্য না দেওয়া, সেমাই তৈরি ও প্যাকেটজাতকরণে যথাযথ নিয়ম না মানা সহ অপরিচ্ছন্নতা এবং অব্যবস্থাপনার অভিযোগে ভোক্তা অধিকার আইনের ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিকভাবে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় বামন্দী বাজারের মেসার্স সুইট ফ্লাওয়ার মিলস্’কে বেশ কয়েকটি অসঙ্গতির কারণে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। রমজান মাসব্যাপী আমাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে ট্রলি চাপায় শিশু নিহত

মুজিবনগরে মাটিবহনকারী অবৈধ ট্রলি ট্রাক্টর চাকায় পিষ্ট হয়ে ইব্রাহিম (১২) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত স্কুল ছাত্র ইব্রাহিম মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের মন্ডলপাড়া খাইরুল ইসলামের ছেলে। সে আনন্দবাস প্রাইমারি স্কুলের ৫ম শ্রেনীর ছাত্র।

স্থানীয়রা জানান, ইব্রাহিম তার বাড়ির সামনে বাইসাইকেল চড়ে ঘোরাফেরা করছিল। এসময় মাটিবহনকারী অবৈধ ইঞ্জিন চলিত ট্রলি

ট্রাক্টর পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিলে, ট্রলি ট্রাক্টর এর চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা আরো জানায়, খায়রুল ইসলামের দীর্ঘ দিন সন্তান না হওয়ায় অনেক সাধনা ও টাকা পয়সা খরচ করে তার ঘরে একটি সন্তান জন্ম নেয়। শিশুটি নিহত হওয়ায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ইব্রাহিমের নানা সাব্বির হোসেন বলেন, ট্রলি চালক মোবাইলে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল । সে সব সময় নেশা গ্রস্থ অবস্থায় গাড়ি চালায়। আমরা থানায় মামলা দায়ের জন্য গেলে লোক মারফত হুমকি দিয়েছে। বলে, মামলা করে কোন লাভ নেই। আমি সব দেখে নেব।

নিহত ইব্রাহিম হোসেনের চাচা বললেন, অবৈধ ভাবে মাটি ও বালি তুলে বিক্রি করে। এতে গ্রামের ভিতর দিয়ে গেলে অনেক ধুলা বালি উড়ে। এগুলো গ্রামের মানুষ বলতে গেলে ট্রলি চালক ও মালিকদের হুমকি আসে। প্রসাশনের কাছে বলে কোন লাভ নেই। দিনে দুপুরে এধরনের যান চলাচল বন্ধ করতে হবে। এই শিশু হত্যার বিচার চাই।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদি রাসেল জানান, নিহত শিশু ইব্রাহিমের লাশ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেলার হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতর পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর গাঁড়াডোবে রাস্তায় বাঁশের বেড়া এক পরিবারকে ঘরবন্দী রাখার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠপাড়ার এক প্রভাবশালী পরিবার যাতায়াতের রাস্তার বাঁশের বেড়া দিয় ঘিরে দেয়ায় একটি হতদরিদ্র পরিবার প্রায় গৃহ বন্দি হয়ে পড়েছে। কোন উপায় না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্ত হতে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ভূক্তভোগি আনোয়ার হোসেন নামের ওই ব্যাক্তি।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠপাড়ার ইউসুফ মালিথার ছেলে দরিদ্র আনোয়ার হোসেন দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত একটি জমি ক্রয় করে বসবাস করে আসছেন। আনোয়ার হোসেনের পরিবারের লোকজন বাড়ি থেকে বের হওয়ার রাস্তাটি ব্যবহার করে আসছে দির্ঘদিন। ওই রাস্তাটি খাস জমি হিসাবে ব্যবহার করে আসছেন তিনি। হঠাৎ রবিবার বিকেলে প্রতিবেশী মৃত জবেদ আলীর ছেলে শেমাইল ও তার লোকজন রাস্তাটি কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়। এনিয়ে আনোয়ার হোসেন প্রতিবাদ করতে গেলে,শেমাইল ও তার লোকজন পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এ বিষয়ে আনোয়ার হোসেন বাদি হয়ে ওই গ্রামের শেমাইল,আজগর আলী ও বাবর আলীর নামে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

এ বিষয়ে আনোয়ার হোসেন জানান,রাস্তাটি ঘিরে দেয়ায় আমার পরিবার-পরিজন নিয়ে রাস্তা দিয়ে বেরাতে পারছিনা। আমার প্রতিবন্ধী কন্যা সন্তান রয়েছে। মাঝে মাঝে সে অসুস্থ্য হয় । অসুস্থ্য হলে তো রাস্তা দিয়ে বেরাতে হবে। সে সুযোগ টুকুও নেই।

এদিকে,শেমাইল পরিবারের সাথে এ বিষয়ে কথা বললে,তারা জানায় হামলার কোন ঘটনা ঘটেনি। রাস্তা ঘেরা হয়েছে ক্ষোভের কারণে। তবে রাস্তায় দেয়া বেড়া তুলে নেয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান,অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত পুর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে প্রবাসী স্বামীর পরকীয়ার বলী স্ত্রী

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বামীর নির্যাতনে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে স্ত্রী জেনিয়ারা খাতুন (২২)। আজ সোমবার দুপুরে জোড়পুকুরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্বামীর পরকীয়া প্রেমের জের সৃষ্ট দাম্পত্য কলহের জেরে এ দুর্ঘটনা বলে জানায় স্থানীয়রা।

জেনিয়ারা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সৌদি প্রবাসী শরিফুল ইসলামের স্ত্রী। তবে প্রবাসী স্বামীর নির্মম নির্যাতন করে তাকে হত্যা করা

হয়েছে বলে অভিযোগ নিহতের পরিবারের।

অভিযোগে জানা গেছে, শরিফুল ইসলাম ওরফে শরিফ বেশ কয়েক বছর পর সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছেন। তার বাড়ির পাশের এক মেয়ের সাথে পরকিয়া সম্পর্ক ছিল। এতে প্রায়ই দাম্পত্য কলহে স্ত্রীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো শরিফ। এর জের ধরে স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়ায় শরিফের বিচার দাবি করেছেন নিহতের মা।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, দুপুরে স্বামীর বাড়িতে বিষপান করে এক সন্তানের জননী জেনিয়ারা খাতুন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিলেও তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হতে থাকে। উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকরা তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। কুষ্টিয়া নেওয়ার পথে বামন্দী এলাকায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত গৃহবধুর মা শরিফা খাতুন এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে সংশয় থাকার কথা উল্লেখ করেছেন অভিযোগে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে

ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া করছে। মেয়ের মৃত্যুর জন্য জামাই শরিফের পরকিয়া দায়ী করে তিনি বলেন, প্রায়ই শরীফ তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো। তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে শরিফ।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া চলছে। নিহত গৃহবধুর মায়ের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তদন্ত শেষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।